ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন
প্লট-২৩-২৬, রোড-৪৬, গুলশান-২, ঢাকা।
www.dncc.gov.bd

২য় পরিষদের ২৬তম কর্পোরেশন সভার কার্যবিবরণী

সভাপতি : জনাব মোঃ আতিকুল ইসলাম, মেয়র, ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন।
তারিখ : ২১ চৈত্র ১৪৩০ বঙ্গাব্দ ।। ০৪ এপ্রিল ২০২৪খ্রি.।
সময় : বেলা ১১.০০ ঘটিকা
স্থান : হল রুম ৬ষ্ঠ তলা, নগর ভবন, গুলশান-২, ঢাকা-১২১২।

সভায় উপস্থিতির তালিকা পরিশিষ্ট "ক"

পবিত্র কোরআন থেকে তেলাওয়াতের মাধ্যমে সভার কার্যক্রম আরম্ভ করা হয়। পবিত্র কোরআন থেকে তেলওয়াত করেন ২২নং ওয়ার্ডের সম্মানিত কাউন্সিলর বীর মুক্তিযোদ্ধা জনাব মোঃ লিয়াকত আলী। সভাপতি সভায় সম্মানিত কাউন্সিলর, প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তাসহ সিটি কর্পোরেশনের সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারীকে পবিত্র ইদুল ফিতরের শুভেচ্ছা জানান। সিয়াম সাধনার মধ্যমে জীবনকে শুদ্ধ করার পাশাপাশি জনপ্রতিনিধি হিসাবে নিষ্ঠার সাথে জনগনকে সেবা করার জন্য অনুরোধ করেন।

প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা সভাকে জানান যে, এবছর এপ্রিল মাসে ২টি গুরুত্বপূর্ণ অনুষ্ঠান রয়েছে। একটি পহেলা বৈশাখ ও অপরটি ঈদ উল ফিতর। পহেলা বৈশাখ বাঙ্গালির সার্বজনীন উৎসব। অন্যদিকে পবিত্র রমজান মাস এবং পবিত্র ঈদ উল ফিতর সমধিক গুরুত্বপূর্ণ । রমজান মাসে খাদ্যের দাম নিয়ন্ত্রণের জন্য সম্মানিত কাউন্সিলরগণ সর্বাত্মক সহযোগিতা করায় তাদেরকে ধন্যবাদ জানান। তিনি আরো বলেন, সিয়াম সাধনার পাশাপাশি আত্মজিজ্ঞাসার মাধ্যমে নিজেদের সঠিক অবস্থান নির্ধারণ করতে হবে। সততার সহিত নেতৃত্ব দান করে জনগণকে ভাল কাজে উদ্বুদ্ধ করার মাধ্যমে বঙ্গবন্ধুর আদর্শ বাস্তবায়িত করতে হবে। প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা মহানগরীর পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতা, মশক নিধন, বর্জ্য ব্যবস্থাপনা, মাননীয় প্রধানন্ত্রীর ঈদ উল ফিতরের শুভেচ্ছা বিনিময়ের জন্য গণভবনে অনুষ্ঠিত কর্মসূচি ইত্যাদি বিষয়ে কাউন্সিলরদের অবহিত করেন। আসন্ন ইদ-উল ফিতর উদযাপন করতে অনেক নগরবাসী শহর ছেড়ে গ্রামে যাবেন। বিধায় নগরীর সার্বিক নিরাপত্তায় সড়ক বাতিগুলো সচল রাখতে তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (বিদ্যুৎ) ও নির্বাহী প্রকৌশলীদের অনুরোধ জানান। অতঃপর নতুন যোগদানকৃত কর্মকর্তা হিসেবে প্রধান প্রকৌশলী ব্রিগেডিয়ার জেনারেল জনাব মোঃ মঈন উদ্দিন, প্রধান বর্জ্য ব্যবস্থাপনা কর্মকর্তা ক্যাপ্টেন মোহাম্মাদ ফিদা হাসান ও আঞ্চলিক নির্বাহী কর্মকর্তা জনাব মোহাম্মদ সাইফুল ইসলাম'কে সভায় পরিচয় করিয়ে দেয়া হয়। তিনি সকলকে পবিত্র ইদুল ফিতর ও পহেলা বৈশাখের শুভেচ্ছা জানিয়ে বক্তব্য শেষ করেন।

সভাপতির অনুমতিক্রমে সচিব, ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন এজেন্ডাভিত্তিক আলোচনা শুরু করেন। এজেন্ডাভিত্তিক অনুষ্ঠিত আলোচনা ও সিদ্ধান্তের বিবরণ নিম্নরুপ:

আলোচ্যসূচি-১	:	বিগত কর্পোরেশন সভার কার্যবিবরণী দৃঢ়করণ।
আলোচনা	:	বিগত ১৭ জানুয়ারি ২০২৪ তারিখে অনুষ্ঠিত ২য় পরিষদের ২৫তম কর্পোরেশন সভার কার্যবিবরণী দৃঢ়করণের লক্ষ্যে পরিবর্তন/পরিমার্জনসহ কোন সংশোধনী প্রস্তাব থাকলে তা উপস্থাপনের জন্য অনুরোধ জানানো হয়। সৈয়দ হাসান নূর ইসলাম, সম্মানিত কাউন্সিলর, ওয়ার্ড নং-৩২ বলেন, ২য় পরিষদের ২৫তম কর্পোরেশন সভার কার্যবিবরণীর আলোচ্যসুচি-৮ এর সিদ্ধান্ত (জন্ম নিবন্ধন কাজে সহায়তা করার জন্য প্রতি মাসে ২০,০০০/- (বিশ হাজার) টাকা যে সব অঞ্চলে ওয়ার্ড সচিব নেই; সেই সকল অঞ্চলের

		আঞ্চলিক নির্বাহী কর্মকর্তাদের মাধ্যমে প্রদানের সিদ্ধান্ত সর্বসম্মতিক্রমে অনুমোদিত হয়) ভুল ছিল মর্মে সিদ্ধান্ত সংশোধনে সভার দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। উক্ত সিদ্ধান্তের সংশোধিত অংশ নিম্নরূপ: "জন্ম নিবন্ধন কাজে সহায়তা করার জন্য প্রতিমাসে ২০,০০০/- (বিশ হাজার) টাকা অক্টোবর/২০২৩খ্রি: তারিখ হতে যে সকল ওয়ার্ডে জন্ম নিবন্ধন কার্যক্রম চলমান রয়েছে; সে সকল অঞ্চলের আঞ্চলিক নির্বাহী কর্মকর্তাদের মাধ্যমে ওয়ার্ড কাউন্সিলরদের অনুকূলে প্রদানের সিদ্ধান্ত সর্বসম্মতিক্রমে অনুমোদিত হয়।" এছাড়া ২৫ তম কর্পোরেশন সভার অন্যান্য সকল অংশ দৃঢ়করণের বিষয়ে সভায় উপস্থিত সকলে একমত পোষণ করেন।
সিদ্ধান্ত	:	১.১) ২য় পরিষদের ২৫ তম কর্পোরেশন সভার আলোচ্যসূচি-৮ এর সিদ্ধান্ত নিম্নলিখিত সংশোধনীসহ সর্বসম্মতিক্রমে দৃঢ়করণ করা হয়। "জন্ম নিবন্ধন কাজে সহায়তা করার জন্য প্রতিমাসে ২০,০০০/- (বিশ হাজার) টাকা অক্টোবর/২০২৩খ্রি: তারিখ হতে যেসব ওয়ার্ডে জন্ম নিবন্ধন কার্যক্রম চলমান রয়েছে; সেই সকল অঞ্চলের আঞ্চলিক নির্বাহী কর্মকর্তাদের মাধ্যমে ওয়ার্ড কাউন্সিলরদের অনুকূলে প্রদানের সিদ্ধান্ত সর্বসম্মতিক্রমে অনুমোদিত হয়।"
বাস্তবায়ন	:	সচিব, ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন।

আলোচ্যসূচি-২	:	২য় পরিষদের ২৫তম কর্পোরেশন সভার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি।
আলোচনা	:	বিগত ১৭ জানুয়ারি ২০২৪ তারিখে অনুষ্ঠিত ২য় পরিষদের ২৫তম কর্পোরেশন সভার বাস্তবায়ন অগ্রগতি সভায় উপস্থাপন করা হয় এবং গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহের মধ্যে ১৪টি সিদ্ধান্ত বাস্তবায়িত হয়েছে এবং সিদ্ধান্ত নম্বর ০৩, ০৬, ১১, ১৩, ২.২.১, ২.২.৪, এবং ২.২.৮ সহ মোট ৭ টি সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নাধীন আছে মর্মে সভায় অবহিত করা হয়। অবাস্তবায়িত সিদ্ধান্তসমূহ দ্রুত বাস্তবায়নের জন্য সকল বিভাগীয় প্রধান ও আঞ্চলিক নির্বাহী কর্মকর্তাগণকে অনুরোধ করা হয়।
সিদ্ধান্ত	:	২.১) বিগত ১৭ জানুয়ারি ২০২৪ তারিখে অনুষ্ঠিত ২য় পরিষদের ২৫তম কর্পোরেশন সভার অবাস্তবায়িত সিদ্ধান্তসমূহ (সিদ্ধান্ত নম্বর ০৪ এবং ০৮) দ্রুত বাস্তবায়নের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।
বাস্তবায়ন	:	সম্মানিত কাউন্সিলর (সকল) বিভাগীয় প্রধান (সকল)/আঞ্চলিক নির্বাহী কর্মকর্তা (সকল), ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন।

আলোচ্যসূচি-৩	:	অর্থ ও সংস্থাপন স্থায়ী কমিটির ২২/০২/২০২৪খ্রিঃ তারিখে অনুষ্ঠিত সভায় সিদ্ধান্ত অনুযায়ী পুনঃ উপযোজনের মাধ্যমে ২০২৩-২০২৪ অর্থ বছরের সংশোধিত বাজেট প্রণয়ন।
		বিষয়টি অর্থ বিষয়ক স্ট্যান্ডিং কমিটি অনুমোদন দিয়েছে। প্রধান হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা সভাকে জানান, আগামী সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনকে টার্গেট করে বিশেষ উন্নয়ন খাতে অর্থ বৃদ্ধি করা হয়েছে। Carried Over টাকা ৫০০ কোটি (১২৫ + ১৪০ +৪৩৫) = ৭০০ কোটি সামনের বছরে নির্ধারিত ছিল। উক্ত অর্থের মধ্যে ৪৩৫ কোটি টাকা বর্তমান অর্থবছর অর্থাৎ ২০২৩-২৪ এ নিয়ে আসা হয়েছে। পরবর্তি বাজেটের সাথে এটা সমন্বয় করা হবে। ২০২৪-২৫ অর্থবছরের ১০০০ কোটি টাকা থেকে ৪৩৫ কোটি টাকা ২০২৩-২৪ অর্থ বছরে স্থানান্তর করে খরচ করা হবে। জনাব মোঃ জামাল মোস্তফা, সম্মানিত কাউন্সিলর, ওয়ার্ড নং-৪ বলেন, আগামী মাসে ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের আওতাধীন প্রত্যেকটি জাতীয় সংসদ নির্বাচনি আসনে এমপিদের নিয়ে ঈদ পূণর্মিলনী করা হবে। সেখানে এমপিদের উন্নয়ন ভাবনা, রাজস্ব আহরণ, মশক নিধন, বর্জ্য, পয়ঃ নিস্কাশনসহ সিটি কর্পোরেশনের মৌলিক সার্ভিস ডেলিভারী বিষয়ে আলোচনা হবে। সংসদীয় আটটি আসনে ৮টি আলাদা কর্মসূচি হবে। এখানে কাউন্সিলরদের মুখ্য ভূমিকা থাকবে। এই কর্মসূচিটি কে আয়োজন করবে-এই প্রশ্নের জবাবে সভাপতি

জানান, কাউন্সিলরদের পরামর্শ নিয়ে এর আয়োজন করা হবে। তিনি আরও জানান যে, এবিষয়ে সংশ্লিষ্ট আসনের কাউন্সিলরদের সামষ্টিক পারফরমেন্স মূল্যয়ন করা হবে। জনাব মোঃ ফরিদ আহমেদ, সম্মানিত কাউন্সিলর, ওয়ার্ড নং-৫২ বলেন, তার ওয়ার্ডে চলমান একটি প্রকল্পে ৩ নম্বর ইট ব্যবহার করা হয়।

জনাব মোঃ হুমায়ুন রশিদ (জনি), সম্মানিত কাউন্সিলর, ওয়ার্ড নং-১৪ বলেন, সংসদ সদস্যদের নিয়ে ইদ পরবর্তী যে অনুষ্ঠান আয়োজন করা হবে তাতে আয়োজকের দায়িত্ব কাউন্সিলরদের দিতে হবে এবং গত ২৫তম সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের আওতাধীন এলাকার নব নির্বাচিত মাননীয় সংসদ সদস্যদের উন্নয়ন ভাবনা ও সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে কি পরিমাণ অর্থ ব্যয় করা হয়েছে তা জানানের জন্য অনুরোধ করেন।

অর্থ ও সংস্থাপন স্থায়ী কমিটির ২২/০২/২০২৪খ্রিঃ তারিখে অনুষ্ঠিত সভায় পুনঃ উপযোজনের মাধ্যমে নিম্নলিখিত খাতে ২০২৩-২০২৪ অর্থ বছরের সংশোধিত বাজেট প্রণয়নের লক্ষ্যে সভায় উপস্থাপন করা হয়। প্রধান হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা প্রস্তাবটি সভায় পেশ করেন।

(কোটি টাকায়)

বাজেটের ক্রঃ নং	খাত	বাজেট ২০২৩-২০২৪	বাজেট হ্রাস ২০২৩-২০২৪	বাজেট বৃদ্ধি ২০২৩-২০২৪	সংশোধিত বাজেট ২০২৩-২০২৪
১	২	৩	৫	৬	৭
	রাজস্ব ব্যয় বাজেট				
(৪.৫)	আউট সোর্সিং এর মাধ্যমে মশক নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রম	বাজেট (৩০.০০) *১৭.০০	০.০০	১৩.০০	৩০.০০
	মোট রাজস্ব ব্যয়	১৭.০০	০.০০	১৩.০০	৩০.০০
	উন্নয়ন ব্যয় বাজেট				
(১.১)	সড়ক, ফুটপাত ও সারফেস ড্রেন	৫০০.০০	৫০.০০	০.০০	৪৫০.০০
(৬)	বিশেষ উন্নয়ন কর্মসূচী	বাজেট (১২৫.০০) *২৬৫.৭৪	০.০০	৪৩৪.২৬	৭০০.০০
	মোট উন্নয়ন	৭৬৫.৭৪	৫০.০০	৪৩৪.২৬	১১৫০.০০
	সমাপনি স্থিতি	৪৪১.৬০	৩৯৭.২৬	০.০০	৪৪.৩৪
	সর্বমোট	১২২৪.৩৪	৪৪৭.২৬	৪৪৭.২৬	১২২৪.৩৪

সিদ্ধান্ত	:	৩.১) অর্থ ও সংস্থাপন স্থায়ী কমিটির ২২/০২/২০২৪খ্রিঃ অনুষ্ঠিত সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী পুনঃ উপযোজনের মাধ্যমে ২০২৩-২০২৪ অর্থ বছরের সংশোধিত বাজেট সর্বসম্মতিক্রমে অনুমোদন করা হয়। উক্ত বাজেট বরাদ্দ সকল ওয়ার্ডের জন্য সমান হবে না, যেসকল ওয়ার্ডে অনগ্রসর সেসকল ওয়ার্ডে বেশি বরাদ্দ দেয়ার জন্য সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।
বাস্তবায়ন	:	প্রধান হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা, ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন।

আলোচ্যসূচি-৪	:	ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের নিজস্ব চলমান প্রকল্পগুলো জুন/২০২৪ এর মধ্যে সম্পন্নকরণ প্রসঙ্গে।
আলোচনা	:	জনাব মোঃ হুমায়ুন রশীদ (জনি), সম্মানিত কাউন্সিল, ওয়ার্ড নং-১৪ বলেন, আসন্ন সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনের আগে ৩০ জুন এর মধ্যে প্রকল্পের চলমান কাজগুলো সমাপ্ত করতে হবে। জনগণের সম্মুখে উন্নয়ন কার্যক্রম দৃশ্যমান করার জন্য রাস্তার উন্নয়ন করতে হবে। জনাব আইয়ুব আনছার মিন্টু, সম্মানিত কাউন্সিলর, ওয়ার্ড নং-৪২ বলেন, সেনাবাহিনীকে যে কাজ দেয়া হয়েছিল তা এখনো সম্পন্ন হয়নি। তারা এখন কি করবে? তিনি আরো বলেন যে, তার এলাকার রাস্তা ঢালাইয়ের কাজ শেষ হয়নি। বাজেট অনুমোদিত হওয়ার পরও কেন এমন বিলম্ব হচ্ছে তা জানা দরকার। উক্ত প্রশ্নের জবাবে প্রধান প্রকৌশলী জানান, জুন ২০২৪ এর মধ্যে চলমান উন্নয়ন কাজ শেষ হবে। অতঃপর প্রধান প্রকৌশলী সভাকে জানান, ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে রাস্তা, ফুটপাত ও সারফেস ড্রেন খাতে মোট ১৭৪ টি কাজের চুক্তি মূল্য ৩১১.৬৭ কোটি টাকা। উক্ত কাজ সমূহের কার্যাদেশ অক্টোবর, ২০২৩ এ প্রদান করা হয়েছে। ১৭৪টি কাজের মধ্যে ১৬১টি কাজ জুন, ২০২৪ এর মধ্যে সমাপ্ত হবে। বর্তমানে প্রায় ৫০% বা তদুর্ধ্ব অগ্রগতি সম্পন্ন কাজের সংখ্যা ১১২টি। চলমান ১৩টি কাজ জুন, ২০২৪ এর মধ্যে সমাপ্ত হবে না মর্মে তিনি সভায় অবহিত করেন।
সিদ্ধান্ত	:	৪.১) আসন্ন সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনের আগে ৩০ জুন এর মধ্যে প্রকল্পের চলমান কাজগুলো সমাপ্ত করা হবে।
বাস্তবায়ন	:	বিভাগীয় প্রধান (সকল), ডিএনসিসি।

আলোচ্যসূচি-৫	:	কারওয়ান বাজার স্থানান্তরকরণ বিষয়ে ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের দোকান বরাদ্দ কমিটির সুপারিশমালা অনুমোদন প্রসঙ্গে।
আলোচনা	:	প্রাথমিক পর্যায়ে কারওয়ান বাজারে ব্যবসারত কাঁচা মালের আড়ত মার্কেটের বরাদ্দ প্রাপকদের আমিন বাজার (গাবতলী) পাইকারী কাঁচা বাজারে স্থানান্তর বিষয়ে ০৩/০৪/২০২৪খ্রি: তারিখের দোকান বরাদ্দ কমিটির সভায় নিম্নরুপ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়:

ক্রম	সিদ্ধান্ত
(১)	পূর্ব পরিকল্পনার আলোকে, প্রথম পর্যায়ে কারওয়ান বাজার কাঁচা মালের আড়ৎ মার্কেটের ১৭৬ জন বরাদ্দ প্রাপককে পূণর্বাসন/স্থানান্তরের জন্য বিগত মতবিনিময় সভার নির্দেশনা মতে দ্রুততম সময়ের মধ্যে কারওয়ান বাজার কাঁচা মালের আড়ৎ এর ১৭৬ জন্য বরাদ্দ প্রাপকদের স্থানান্তরের জন্য সংশ্লিষ্ট বিভাগকে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করবেন।
(২)	প্রাথমিকভাবে ১৭৬ জন ব্যবসায়ীকে আমিন বাজার (গাবতলী) পাইকারী কাঁচা বাজারে পূণর্বাসন/স্থানান্তরের পূর্বে তাঁদের থেকে ভাড়া, বিদ্যুৎ বিলসহ অন্যান্য পাওনা আদায়পূর্বক কারওয়ান বাজারের বরাদ্দ আদেশ বাতিল করার ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।
(৩)	বর্ণিত কারওয়ান বাজারস্থ কাঁচা মালের আড়তের ১৭৬টি দোকানের মধ্যে নীচতলার ৬৩টি দোকানকে আমিন বাজার (গাবতলী) পাইকারী কাঁচা বাজারের নীচতলায় স্থানান্তর করা হবে এবং অবশিষ্ট দোকানসমূহকে আমিন বাজার (গাবতলী) পাইকারী কাচাবাজারের বেইজমেন্টে বরাদ্দ প্রদান করতে হবে।
(৪)	কারওয়ান বাজারস্থ কাঁচা বাজারের ব্যবসায়ীদের আমিন বাজার (গাবতলী) ও যাত্রাবাড়ীতে নবনির্মিত মার্কেটে পূণর্বাসনের ক্ষেত্রে ইতোপূর্বে যেহেতু বরাদ্দ প্রাপ্তগণ সালামী প্রদান

		করেছেন সেহেতু পুনরায় তাদের সালামী প্রদানের অব্যহতি দেয়া হবে।
সিদ্ধান্ত	:	৫.১) কারওয়ান বাজার থেকে যেসকল দোকান গাবতলী ও যাত্রাবাড়ি স্থানান্তর হবে সে দোকানগুলো বিনা সেলামিতে স্থানান্তর করা হবে। ৫.২) কারওয়ান বাজার স্থানান্তরকরণ বিষয়ে ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের দোকান বরাদ্দ কমিটির সুপারিশমালা সর্বসম্মতিক্রমে অনুমোদিত হয়।
বাস্তবায়ন	:	প্রধান রাজস্ব কর্মকর্তা, ডিএনসিসি।

আলোচ্যসূচি-৬	:	নগর নিবাস-১ ও ২ পরিত্যাক্ত ঘোষণাকরণ প্রসঙ্গে।
আলোচনা	:	বনানীতে সিটি কর্পোরেশনের অফিসারদের আবাসনের জন্য ৪তলা আবাসিক ভবনসমূহ ভেঙ্গে বহুতল বিশিষ্ট ভবন নির্মাণ করা যায় মর্মে সভায় আলোচনা হয়। সিটি কর্পোরেশনের কর্মকর্তার সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ায় এবং ভবনগুলো পুরাতন হওয়ায় নতুন করে বহুতলবিশিষ্ট আধুনিক ভবন নির্মান করা যেতে পারে।
সিদ্ধান্ত	:	৬.১) সিটি কর্পোরেশনের কর্মকর্তাদের সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ায় এবং ভবনগুলো পুরাতন হওয়ায় তা পরিত্যক্ত ঘোষনাপূর্বক নতুন করে নির্মাণ করার প্রস্তাব সর্বসম্মতিক্রমে অনুমোদিত হয়।
বাস্তবায়ন	:	প্রধান সম্পত্তি কর্মকর্তা, ডিএনসিসি। প্রধান প্রকৌশলী, ডিএনসিসি।

আলোচ্যসূচি-৭	:	ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনে নিয়োজিত সকল দৈনিক মজুরী ভিত্তিক (মাস্টাররোল) শ্রমিক/কর্মীর পবিত্র ঈদ/দূর্গা পূজা/বড়দিন/বৌদ্ধ পূর্ণিমা উপলক্ষ্যে উৎসব ভাতা ৩,০০০/-(তিন হাজার) টাকার স্থলে ৫,০০০/-(পাঁচ হাজার) টাকা উন্নীত করণের ভূতাপেক্ষ অনুমোদন প্রসঙ্গে।
আলোচনা	:	সদস্য-সচিব সভাকে জানান যে, গত ১৪.০৩.২০২৪খ্রিঃ তারিখে বৃহস্পতিবার ভোর ৫:০০ ঘটিকায় অঞ্চল-৪, ওয়ার্ড নং-৯ এর দৈনিক মজুরী ভিত্তিক পরিচ্ছন্ন কর্মী জনাব আমেনা, পরিচিতি নং: ০৯৭৫ নিজ কর্মস্থলে কর্মরত অবস্থায় মর্মান্তিকভাবে সড়ক দূর্ঘটনায় নিহত হন। মাননীয় মেয়র গত ১৭.০৩.২০২৪খ্রিঃ তারিখে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর জন্মবার্ষিকী এবং জাতীয় শিশু দিবস উপলক্ষ্যে নগর ভবনে আয়োজিত এক আলোচনা সভায় মরহুমার আত্মার মাগফিরাত কামনা করেন এবং ডিএনসিসিতে কর্মরত সকল দৈনিক মজুরী ভিত্তিক (মাস্টাররোল) শ্রমিক/কর্মীর উৎসব ভাতা ৩,০০০/- (তিন হাজার) টাকার স্থলে ৫,০০০/- (পাঁচ হাজার) টাকা উন্নীত করার ঘোষণা দেন। পরবর্তিতে, এসংক্রান্তে বর্জ্য ব্যবস্থপনা বিভাগ হতে উপস্থাপিত নথিতে প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা মহোদয় প্রস্তাব অনুমোদন করা যায় এবং সংশ্লিষ্ট স্থায়ী কমিটির সুপারিশ গ্রহণ করে ২৬তম কর্পোরেশন সভায় অনুমোদন সাপেক্ষে ভূতাপেক্ষভাবে কার্যকর করা যায় মর্মে উল্লেখ করেন। নথিটি মাননীয় মেয়র কর্তৃক সদয় অনুমোদিত হওয়ায় গত ২৭.০৩.২০২৪খ্রি: তারিখ ৪৬.১০.০০০০.০৪৭.৯৯.১৩৯. ২৪-২২৬নং স্মারকে একটি অফিস আদেশ জারি করা হয়। আসন্ন ঈদ-উল ফিতরে শ্রমিক/কর্মীদের বর্ধিত হারে উৎসব ভাতা প্রাপ্তি নিশ্চিতকল্পে অফিস আদেশটি গত ২৫.০৩.২০২৪খ্রিঃ তারিখ হতে কার্যকর করা হয়। জনাব মোঃ ইসহাক মিয়া, সম্মানিত কাউন্সিলর, ওয়ার্ড নং-১৭, বলেন যে, বিষয়টি অত্যন্ত যুগোপযোগী। বর্তমান দূরমূল্যের বাজারে পরিবার নিয়ে নূন্যতম উপায়ে ঈদ উদযাপনের জন্য প্রস্তাবটির পক্ষে উক্ত কমিটির সুপারিশ করা একান্ত জরুরী।

		জনাব মোঃ জামাল মোস্তফা সম্মানিত কাউন্সিলর ওয়ার্ড নং-৪ বলেন, সংশ্লিষ্ট স্থায়ী কমিটির সুপারিশের প্রেক্ষিতে ২৬তম কর্পোরেশন সভায় প্রস্তাবটি ভূতাপেক্ষভাবে অনুমোদনের জন্য উপস্থাপন করা হয়।
সিদ্ধান্ত	:	৭.১) ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনে নিয়োজিত সকল দৈনিক মজুরী ভিত্তিক (মাস্টাররোল) শ্রমিক/কর্মীর পবিত্র ঈদ/দূর্গা পূজা/বড়দিন/বৌদ্ধ পূর্ণিমা উপলক্ষ্যে উৎসব ভাতা ৩,০০০/- (তিন হাজার) টাকার স্থলে ৫,০০০/- (পাঁচ হাজার) টাকা উন্নীত করণের প্রস্তাব ভূতাপেক্ষভাবে অনুমোদন করার সিদ্ধান্ত সর্বসম্মতিক্রমে অনুমোদিত হয়।
বাস্তবায়ন	:	সচিব, ডিএনসিসি।

আলোচ্যসূচি-৮	:	ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনে নিয়োজিত কোন স্কেলভুক্ত মাস্টাররোল কর্মী এবং দৈনিক মজুরী ভিত্তিক (মাস্টাররোল) শ্রমিক/কর্মী কর্মরত অবস্থায় মৃত্যুবরণ করলে তার পরিবারকে এককালীন অনুদান ৮,০০,০০০/-(আট লক্ষ) টাকা প্রদান সংক্রান্ত।
আলোচনা	:	সদস্য-সচিব সভাকে জানান যে, মাননীয় মেয়র গত ১৭.০৩.২০২৪খ্রিঃ তারিখে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর জন্মবার্ষিকী এবং জাতীয় শিশু দিবস উপলক্ষ্যে নগর ভবনে আয়োজিত এক আলোচনা সভায় নিজ কর্মস্থলে কর্মরত অবস্থায় মর্মান্তিকভাবে সড়ক দুর্ঘটনায় নিহত পরিচ্ছন্ন কর্মী মরহুম আমেনা এর আত্মার মাগফিরাত কামনা করেন এবং ডিএনসিসিতে নিয়োজিত কোনো স্কেলভুক্ত মাস্টাররোল কর্মী এবং দৈনিক মজুরী ভিত্তিক (মাস্টাররোল) শ্রমিক/কর্মী ঝুঁকিপূর্ণ কাজে কর্মরত অবস্থায় মৃত্যুবরণ করলে তার পরিবারকে এককালীন অনুদান ৮,০০,০০০/- (আট লক্ষ) টাকা প্রদান করার ঘোষণা দেন। জনাব মোঃ মফিজুর রহমান, সম্মানিত কাউন্সিলর, ওয়ার্ড নং-১৯ বলেন, ডিএনসিসিতে নিয়োজিত স্কেলভুক্ত মাস্টাররোল কর্মী এবং দৈনিক মজুরী ভিত্তিক (মাস্টাররোল) শ্রমিক/কর্মীগণ প্রতিদিন অক্লান্ত পরিশ্রম করে ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের সুনাম অক্ষুন্ন রাখে। তারা বিভিন্ন ধরণের ঝুকিপূর্ণ কাজের সাথে সম্পৃক্ত। যেমন, কেউ ব্যস্ততম রাস্তা ঝাঁড়ু দিচ্ছেন, কেউ দুর্গন্ধময় ড্রেনে নেমে ময়লা পরিষ্কার করছেন, কেউ খালে-বিলে মশার ঔষধ দিচ্ছেন, কেউ বা সড়কের বৈদ্যুতিক বাতি সচল রাখতে কাজ করছেন। এগুলো ছাড়াও আরো অনেক ঝুকিপূর্ণ কাজে তারা প্রতিনিয়ত কর্মরত রয়েছেন। ডিএনসিসি'র স্বার্থে তাদের এরূপ জীবন ঝুকি গ্রহণ করার ফলে কেউ মৃত্যুবরণ করলে বা পঙ্গুত্ববরণ করার কারণে কর্মক্ষমতা হারালে তাদের পরিবারের পাশে ডিএনসিসি'র দাঁড়ানো উচিত বলে তিনি মনে করেন। জনাব মোঃ জামাল মোস্তফা সম্মানিত কাউন্সিলর ওয়ার্ড নং-৪, জনাব মোঃ মফিজুর রহমান, সম্মানিত কাউন্সিলর, ওয়ার্ড নং-১৯ এর সাথে একমত পোষণ করে বলেন, ডিএনসিসি'র নানাবিধ কাজের মধ্যে কোনগুলোকে ঝুকিপূর্ণ বলা হবে তার তালিকা সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় প্রধান নির্ধারণ করবেন মর্মে তিনি মতামত প্রদান করেন।
সিদ্ধান্ত	:	৮.১) ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনে নিয়োজিত কোনো স্কেলভুক্ত মাস্টাররোল কর্মী এবং দৈনিক মজুরী ভিত্তিক (মাস্টাররোল) শ্রমিক/কর্মী ঝুঁকিপূর্ণ কাজে নিয়োজিত থেকে কর্মরত অবস্থায় মৃত্যুবরণ বা পঙ্গুত্ববরণ করলে মাননীয় মেয়র এর ঐচ্ছিক তহবিল থেকে এককালীন অনুদান ৪,০০,০০০/- (চার লক্ষ) টাকার পরিবর্তে ৮,০০,০০০/- (আট লক্ষ) টাকা উন্নীত করার প্রস্তাব সর্বসম্মতিক্রমে অনুমোদন করা হয়।

		৮.২) ঝুঁকিপূর্ণ কাজের তালিকা সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় প্রধানগণ নির্ধারণ করবেন।
বাস্তবায়ন	:	সচিব, ডিএনসিসি।

আলোচ্যসূচি-৯	:	পরিচ্ছন্নতা কাজের স্বার্থে (ক) ৫৯ বৎসর জনিত শূন্যপদে সংশ্লিষ্ট ক্লিনারের বৈধ ওয়ারিশানকে তাৎক্ষনিক ভাবে সৃষ্ট শূন্যপদে দৈনিক ভিত্তিক মাস্টাররোল পরিচ্ছন্নতা কর্মী পদে চাকুরিতে নিয়োগ প্রদান। (খ) কর্মরত অবস্থায় অকাল মৃত্যুতে ও সড়ক দুর্ঘটায় আহত হয়ে পঙ্গুত্ববরণ বা শারীরিক অক্ষমতায় ঐ ক্লিনারের বৈধ ওয়ারিশনকে তাৎক্ষণিক ভাবে সৃষ্ট শূন্য পদে দৈনিক ভিত্তিক মাস্টাররোল পরিচ্ছন্নতা কর্মী পদে চাকুরিতে নিয়োগ প্রদান।
আলোচনা	:	প্রধান বর্জ্য ব্যবস্থাপনা কর্মকর্তা সভাকে বলেন, সিটি কর্পোরেশনের রাস্তা, সড়ক পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা কাজের জন্য পরিচ্ছন্নতা কর্মীরা অক্লান্ত পরিশ্রম করে থাকেন। অনেক পরিচ্ছন্নতা কর্মী STS এ কাজ করেন, আবার অনেক পরিচ্ছন্নতা কর্মী আমিন বাজার ল্যান্ড ফিলে কাজ করেন। তাদের পরিশ্রমের জন্যই সিটি কর্পোরেশন এলাকা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকে। মহাসড়ক পরিষ্কার করতে গিয়ে অনেক পরিচ্ছন্নতা কর্মী গাড়ির নিচে চাপা পড়ে মৃত্যুবরণ করেন। আবার দীর্ঘদিন কাজের ফলে অনেক পরিচ্ছন্নতা কর্মী শারীরিকভাবে অক্ষম হয়ে পড়ে। তিনি মানবিক বিবেচনায় বিষয়টি অনুমোদন করার জন্য অনুরোধ করেন।
সিদ্ধান্ত	:	৯.১) পরিচ্ছন্নতা কাজের স্বার্থে ৫৯ বৎসর জনিত শূন্যপদে সংশ্লিষ্ট ক্লিনারের বৈধ ওয়ারিশানকে তাৎক্ষণিকভাবে সৃষ্ট শূন্যপদে দৈনিক ভিত্তিক মাস্টাররোল পরিচ্ছন্নতা কর্মী পদে চাকুরিতে নিয়োগ প্রদানের প্রস্তাব সর্বসম্মতিক্রমে অনুমোদিত হয়। ৯.২) কর্মরত অবস্থায় অকাল মৃত্যুতে ও সড়ক দুর্ঘটনায় আহত হয়ে পঙ্গুত্ববরণ বা শারীরিক অক্ষমতায় সংশ্লিষ্ট ক্লিনারের বৈধ ওয়ারিশনকে তাৎক্ষণিকভাবে সৃষ্ট শূন্যপদে দৈনিক ভিত্তিক মাস্টাররোল পরিচ্ছন্নতা কর্মী পদে চাকুরিতে নিয়োগ প্রদানের প্রস্তাব সর্বসম্মতিক্রমে অনুমোদিত হয়।
বাস্তবায়ন	:	প্রধান বর্জ্য ব্যবস্থাপনা কর্মকর্তা, ডিএনসিসি।

আলোচ্যসূচি-১০	:	বিভিন্ন ওয়ার্ডে মজুদকৃত কীটনাশক রাখার গুদামের অগ্নি নির্বাপক ব্যবস্থা নিশ্চিতকরণ প্রসঙ্গে।
আলোচনা	:	প্রধান স্বাস্থ্য কর্মকর্তা সভাকে জানান, সম্মানিত কাউন্সিলরদের অগ্নি নির্বাপনের জন্য কি কি প্রয়োজন তার চাহিদা কাউন্সিলরগণ প্রদান করবেন। কাউন্সিলরগণের উক্ত চাহিদার ভিত্তিতে মালামাল সরবরাহ করা হবে। এছাড়া কাউন্সিলররা যেসব গুদামঘর ভাড়া নিয়েছেন তার Compliance যাচাই করতে হবে। পাশাপাশি গুদাম ঘরের অগ্নি নির্বাপনে পানি সংস্থানের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা রাখতে হবে। জনাব ফরিদুর রহমান খান, সম্মানিত কাউন্সিলর, ওয়ার্ড নং-২৭ বলেন, ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন এলাকার মধ্যে রাজউক এর অনেক নিজস্ব জায়গা রয়েছে । উক্ত জায়গায় মশা নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রম জোরদার করতে রাজউককে তাগিদ দিতে হবে মর্মে সভাকে অনুরোধ জানান।
সিদ্ধান্ত	:	১০.১) সম্মানিত কাউন্সিলরগণ অগ্নি নির্বাপনের জন্য কি কি প্রয়োজন তার চাহিদা প্রদান করবেন। কাউন্সিলরগণের চাহিদার ভিত্তিতে মালামাল সরবরাহ করার সিদ্ধান্ত সর্বসম্মতিক্রমে অনুমোদিত হয়। ১০.২) কাউন্সিলরগণ যেসব গুদামঘর ভাড়া নিয়েছেন তার Compliance যাচাই করার সিদ্ধান্ত সর্বসম্মতিক্রমে অনুমোদিত হয়।
বাস্তবায়ন	:	প্রধান স্বাস্থ্য কর্মকর্তা, ডিএনসিসি।

আলোচ্যসূচি-১১	:	মাঠ পর্যায়ে মশক নিধন কার্যক্রম তদারকির জন্য অঞ্চল: ৬-১০ এ কর্মরত সহকারী স্বাস্থ্য কর্মকর্তাগণের গাড়ী (পিকআপ) বরাদ্দ প্রদান প্রসঙ্গে।
আলোচনা	:	প্রধান স্বাস্থ্য কর্মকর্তা সভায় জানান যে, সহকারী স্বাস্থ্য কর্মকর্তাগণকে মশক নিধনের জন্য ওয়ার্ডে ওয়ার্ডে ভ্রমণ করতে হয়। তাদের সাথে অনেক সময় মশা নিধনকারী ঔষধ ও অন্যান্য যন্ত্রপাতি বহন করতে হয়। আঞ্চলিক কার্যালয় থেকে ওয়ার্ডের অবস্থান দূরে হওয়ায় প্রয়োজনীয় অনেক সরঞ্জাম বহন করা কষ্টসাধ্য হয় মর্মে উল্লেখ করেন।
সিদ্ধান্ত	:	১১.১) মাঠ পর্যায়ে মশক নিধন কার্যক্রম তদারকির জন্য অঞ্চল: ৬-১০ এ কর্মরত সহকারী স্বাস্থ্য কর্মকর্তাগণের গাড়ী (পিকআপ) বরাদ্দ প্রদান করার প্রস্তাব সর্বসম্মতিক্রমে অনুমোদিত হয়।
বাস্তবায়ন	:	প্রধান স্বাস্থ্য কর্মকর্তা, ডিএনসিসি।

আলোচ্যসূচি-১২	:	সম্মানিত কাউন্সিলরগণের কার্যালয়ে সেবা প্রত্যাশীদের বিশুদ্ধ খাবার পানি সরবরাহকরণ প্রসঙ্গে।
আলোচনা	:	সভাপতি বলেন, সম্মানিত কাউন্সিলরগণের কার্যালয়ে আগত সেবা প্রত্যাশীদের জন্য ৩০ এপ্রিল ২০২৪ খ্রিঃ তারিখ এর মধ্যে বিশুদ্ধ খাবার পানির ব্যবস্থা করতে হবে। সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক নির্বাহী কর্মকর্তাগণ বিষয়টি নিশ্চিত করবেন মর্মে তিনি নির্দেশনা প্রদান করেন। অধিকন্তু, সিটি কর্পোরেশনের নিজস্ব পার্কে বিশুদ্ধ খাবার পানির ব্যবস্থা করা এবং ঢাকা ওয়াসার সাথে সমন্বয় করে অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ স্থানে নিরাপদ বিশুদ্ধ খাবার পানির ব্যবস্থা করার জন্য নির্দেশনা প্রদান করেন।
সিদ্ধান্ত	:	১২.১) সম্মানিত কাউন্সিলরগণের কার্যালয়ে সেবা প্রত্যাশীদের বিশুদ্ধ খাবার পানি সরবরাহ করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের প্রস্তাব সর্বসম্মতিক্রমে অনুমোদিত হয়। ১২.২) সিটি কর্পোরেশনের নিজস্ব পার্কে বিশুদ্ধ খাবার পানির ব্যবস্থা করার প্রস্তাব সর্বসম্মতিক্রমে অনুমোদিত হয়। ১২.৩) সিটি কর্পোরেশন ঢাকা ওয়াসার সাথে সমন্বয় করে গুরুত্বপূর্ণ স্থানে নিরাপদ বিশুদ্ধ খাবার পানির ব্যবস্থা করার প্রস্তাব সর্বসম্মতিক্রমে অনুমোদিত হয়।
বাস্তবায়ন	:	প্রধান প্রকৌশলী, ডিএনসিসি। প্রধান সম্পত্তি কর্মকর্তা, ডিএনসিসি। প্রধান ভান্ডার ও ক্রয় কর্মকর্তা ডিএনসিসি।

আলোচ্যসূচি-১৩	:	ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের এবং Anhui Province of The People`s Republic of China এর মধ্যে MOU স্বাক্ষর প্রসঙ্গে।
আলোচনা	:	সভাপতি বলেন, ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন এবং Anhui Province of The People`s Republic of China এর মধ্যে পারস্পরিক সমতা এবং সহযোগিতার ভিত্তিতে আইনগত উপায়ে অর্থনীতি, বাণিজ্য, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি, শিক্ষা, সংস্কৃতি ও পর্যটন ক্ষেত্রে উন্নয়নের স্বার্থে একটি MOU স্বাক্ষর করা প্রয়োজন। এর ফলে দুই পক্ষের মধ্যে পারস্পরিক বিনিয়োগ এবং সহযোগিতা বহুলাংশে বৃদ্ধি পাবে মর্মে উল্লেখ করেন।
সিদ্ধান্ত	:	১৫.১) ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের এবং Anhui Province of The People`s Republic of China এর মধ্যে MOU স্বাক্ষর করার প্রস্তাব সর্বসম্মতিক্রমে অনুমোদিত হয়।
বাস্তবায়ন	:	প্রধান নগর পরিকল্পনাবিদ, ডিএনসিসি।

আলোচ্যসূচি-১৪	:	'শহীদ কবি মেহেরুন্নেসা সড়ক', 'বীর মুক্তিযোদ্ধা ব্যারিস্টার সালেহউদ্দিন সড়ক', 'বীর মুক্তিযোদ্ধা পার্ক', 'বীর মুক্তিযোদ্ধা ইকবাল রশীদ সড়ক', 'বীর মুক্তিযোদ্ধা মুরাদ হোসেন সড়ক', 'বীর মুক্তিযোদ্ধা নজরুল ইসলাম খান সড়ক', 'বীর মুক্তিযোদ্ধা ইসমাইল হোসেন সড়ক', 'বীর মুক্তিযোদ্ধা গাজী

		আকরাম হোসেন সড়ক' নামকরণ প্রসঙ্গে।

আলোচনা : সভায় সদস্য-সচিব জানান যে, 'শহীদ কবি মেহেরুন্নেসা সড়ক', 'বীর মুক্তিযোদ্ধা ব্যারিস্টার সালেহউদ্দিন সড়ক', 'বীর মুক্তিযোদ্ধা পার্ক', 'বীর মুক্তিযোদ্ধা ইকবাল রশীদ সড়ক', 'বীর মুক্তিযোদ্ধা মুরাদ হোসেন সড়ক', 'বীর মুক্তিযোদ্ধা নজরুল ইসলাম খান সড়ক', 'বীর মুক্তিযোদ্ধা ইসমাইল হোসেন সড়ক', 'বীর মুক্তিযোদ্ধা গাজী আকরাম হোসেন সড়ক' নামকরণ বিষয়ে সড়ক, ভবন ও স্থাপনা নামকরণ উপ কমিটির গত ২২/০২/২০২৪ তারিখের সভায় সুপারিশ করা হয়। প্রস্তাবের বিবরণ নিম্নরূপ:

ক্রম.	আবেদনকারীর নাম	সড়ক, ভবন ও স্থাপনার পরিচয়	প্রস্তাবিত নাম	আলোচ্য বিষয়/প্রস্তাবনার যুক্তি সংগত কারণ
(১)	জনাব মোঃ আশিকুর রহমান চৌধুরী (ভুলু), প্রতিষ্ঠাতা ও সহ-সভাপতি, ৬নং শাখা, মুকুল ফৌজ	মিরপুর ২নং বাসস্ট্যান্ড হতে মিরপুর ১১নং বাসস্ট্যান্ড পর্যন্ত প্রধান সংযোগ সড়ক	শহীদ কবি মেহেরুন্নেসা সড়ক	বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে প্রথম নারী শহীদ কবি মেহেরুন্নেসা (১৯৪২-১৯৭১)। ১৯৫৪ সালে খেলাঘরের পাতায় তাঁর প্রথম কবিতা 'চাষী' প্রকাশিত হয়। ১৯৬৯ সালে বাঙালিদের উদ্যোগে 'অ্যাকশন কমিটি' গঠিত হলে তিনিও মুক্তিকামী মানুষের সঙ্গে এই কমিটির সভা-মিছিলে অংশগ্রহণ করতেন। ৭ মার্চ ১৯৭১, রেসকোর্স ময়দানে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ঐতিহাসিক ভাষণের সময়ও তিনি উপস্থিত ছিলেন। ২৩ মার্চ ১৯৭১ সালে তিনি দুই ভাইকে নিয়ে 'জয় বাংলা' স্লোগানে মিরপুরে নিজ বাড়িতে বাংলাদেশের পতাকা উত্তোলন করেন। এসব কারণে ২৭ মার্চ তাঁর বাড়িতে পাকিস্তানি আলবদররা অতর্কিতে আক্রমণ করে। তাঁর দুই ভাই রফিক ও টুটুল এবং মা'কেসহ তারা মেহেরুন্নেসাকে নারকীয়ভাবে হত্যা করে।
(২)	জনাব ড. সৈয়দ জাভেদ মোঃ সালেহউদ্দিন, এডভোকেট বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্ট	গুলশান-১১ নম্বর সড়ক	বীর মুক্তিযোদ্ধা ব্যারিস্টার সালেহউদ্দিন সড়ক	বীর মুক্তিযোদ্ধা ব্যারিস্টার সৈয়দ কামরুল ইসলাম মোহাম্মদ সালেহউদ্দিন জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমানের ঘনিষ্ঠ সহচর ছিলেন। তিনি ফরিদপুর থেকে নির্বাচিত আওয়ামী লীগের সাবেক জাতীয় পরিষদ সদস্য (১৯৭০), গণপরিষদ সদস্য (১৯৭২), সংসদ সদস্য (১৯৭৩-৭৫), এবং মহান ভাষা আন্দোলনে কারাবরণকারী ভাষাসৈনিক। তিনি সাবেক জাতীয় পরিষদ সদস্য,

				গণপরিষদ সদস্য, মহান মুক্তিযুদ্ধের অন্যতম সংগঠক বীর মুক্তিযোদ্ধা ছিলেন।
(৩)	জনাব মোঃ শফিকুল ইসলাম, সম্মানিত কাউন্সিলর, ওয়ার্ড নং-৩১, ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন	আসাদ এভিনিউ টাউন হল মার্কেটের দক্ষিণ পাশের ত্রিকোণাকৃতি পার্ক	বীর মুক্তিযোদ্ধা পার্ক	১৯৭১ সালের স্বাধীনতা যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী জাতির বীর সন্তানদের স্মরণে ৩১নং ওয়ার্ডের আসাদ এভিনিউ টাউন হল মার্কেট সংলগ্ন ত্রিকোণাকৃতি পার্কটির নাম "বীর মুক্তিযোদ্ধা পার্ক" নামে নামকরণ করা যায়।
(৪)	জনাব মুরাদ হোসেন সম্মানিত কাউন্সিলর ওয়ার্ড নং-১২ ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন	১২ নং ওয়ার্ডের টোলারবাগ ২ নং সড়ক	বীর মুক্তিযোদ্ধা ইকবাল রশীদ সড়ক	ফ্লাইট লে. ইকবাল রশীদ বিমান বাহিনীর কর্মকর্তা হওয়া সত্বেও তিনি মুক্তিযুদ্ধে পদাতিক বাহিনীর অফিসার হিসাবে ৬ নম্বর সেক্টরে যুদ্ধ করেন। তিনি চিলাহাটি, জলঢাকা, সৈয়দপুর এলাকায় সাব সেক্টর কমান্ডার ছিলেন।
(৫)	জনাব মুরাদ হোসেন সম্মানিত কাউন্সিলর ওয়ার্ড নং-১২ ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন	১২ নং ওয়ার্ডের ২১নং দক্ষিণ বিশিল মেইন রোড থেকে কোঃ অপারেটিভ মার্কেট এবং শাহ আলী শপিং কমপ্লেক্স পর্যন্ত সড়ক	বীর মুক্তিযোদ্ধা মুরাদ হোসেন সড়ক	বীর মুক্তিযোদ্ধা মুরাদ হোসেনের মা শহীদ সুফিয়া খাতুন মহান মুক্তিযুদ্ধের সময় হানাদার বাহিনীর হাতে শহীদ হন। তাঁর পিতার নাম আবু আজাদ হোসেন সিকদার। তিনি চিলাহাটি, জলঢাকা, সৈয়দপুর এলাকায় সাব সেক্টর কমান্ডার ইকবাল রশীদের নেতৃত্বে মহান মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। তিনি বর্তমানে ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের ১২ নং ওয়ার্ডের নির্বাচিত কাউন্সিলর। উক্ত সড়কটি নামকরণের বিষয়ে মাননীয় মেয়র মহোদয়ের মৌখিক নির্দেশনা রয়েছে।
(৬)	জনাব মুরাদ হোসেন সম্মানিত কাউন্সিলর ওয়ার্ড নং-১২ ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন	১২ নং ওয়ার্ডের পশ্চিম আহম্মদ নগর হোল্ডিং-৩৬৮ (হাজী ওয়াসির খান রোড) হতে হোল্ডিং-	বীর মুক্তিযোদ্ধা নজরুল ইসলাম খান সড়ক	বীর মুক্তিযোদ্ধা নজরুল ইসলাম ১১ নং সেক্টরে সাব সেক্টর কমান্ডর মেজর তাহের আহম্মেদ বীর প্রতীকের অধীনে যুদ্ধ করেন। তার পিতা মোঃ আব্দুল মান্নান খান। তিনি শেরপুর, জামালপুর, নখলা, ভাইটকান্দি, বুড়ের চর, ময়মনসিংহ এলাকায় যুদ্ধ করেন।

				৩১/২০/৪, লাল ওয়াল রোড পর্যন্ত সড়ক		
		(৭)	জনাব মোঃ মতিউর রহমান সম্মানিত কাউন্সিলর ওয়ার্ড নং-১৬ ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন	১৯৯/বি দক্ষিণ কাফরুল তারা মসজিদের বিপরীত হইতে ১৯৬/২-বি হয়ে ২৫৫ ও ২২৭ দক্ষিণ কাফরুল পর্যন্ত	বীর মুক্তিযোদ্ধা ইসমাইল হোসেন সড়ক	১৯৭১ সালে মহান স্বাধীনতার যুদ্ধে জনাব ইসমাইল হোসেন রনাঙ্গনে বিভিন্ন সেক্টরে জীবনের ঝুকি নিয়ে যুদ্ধ করেছেন। এছাড়া তিনি বিভিন্ন সমাজ সেবা মুলক কার্যক্রমের সাথে জড়িত।
		(৮)	জনাব মোঃ মতিউর রহমান, সম্মানিত কাউন্সিলর, ওয়ার্ড নং-১৬, ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন	১১৪, ইব্রাহিমপুর হইতে ১১৫/এ ইব্রাহিমপুর হয়ে ১১২, ১১৫/২/১ ও ১১৫/৩ হয়ে ৩৫/২ ইব্রাহিমপুর পর্যন্ত সড়ক	বীর মুক্তিযোদ্ধা গাজী আকরাম হোসেন সড়ক	১৯৭১ সালে মহান স্বাধীনতার যুদ্ধে জনাব গাজী আকরাম হোসেন রনাঙ্গনে বিভিন্ন সেক্টরে জীবনের ঝুকি নিয়ে যুদ্ধ করেছেন। এছাড়া তিনি বিভিন্ন সমাজ সেবা মুলক কার্যক্রমের সাথে জড়িত।
		সড়ক, ভবন ও স্থাপনা নামকরণ উপ কমিটি কর্তৃক গত ২২/০২/২০২৪ তারিখের সভায় সুপারিশকৃত প্রস্তাব অনুমোদন করা যায় মর্মে সভায় মতামত ব্যক্ত করা হয়।				
সিদ্ধান্ত	:	১৩.১) 'শহীদ কবি মেহেরুন্নেসা সড়ক', 'বীর মুক্তিযোদ্ধা ব্যারিস্টার সালেহউদ্দিন সড়ক', 'বীর মুক্তিযোদ্ধা পার্ক', 'বীর মুক্তিযোদ্ধা ইকবাল রশীদ সড়ক', 'বীর মুক্তিযোদ্ধা মুরাদ হোসেন সড়ক', 'বীর মুক্তিযোদ্ধা নজরুল ইসলাম খান সড়ক', 'বীর মুক্তিযোদ্ধা ইসমাইল হোসেন সড়ক', 'বীর মুক্তিযোদ্ধা গাজী আকরাম হোসেন সড়ক' নামকরণের সিদ্ধান্ত সর্বসম্মতিক্রমে অনুমোদিত হয়।				
বাস্তবায়ন	:	প্রধান নগর পরিকল্পনাবিদ, ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন।				

আলোচ্যসূচি-১৫	:	ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের অঞ্চল-২ এর আওতাভূক্ত সড়ক ও মাঠের নামকরণ প্রসঙ্গে।
আলোচনা	:	জনাব মোঃ জামাল মোস্তাফা, সম্মানিত কাউন্সিলর, ওয়ার্ড নং-০৪ বলেন, ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের অঞ্চল-২ এর আওতাভূক্ত ইসবি চত্বর থেকে কালসী মোড় পর্যন্ত দৃষ্টি নন্দন সড়ক নির্মাণ করা হয়েছে। এছাড়া কালসী বালুর মাঠ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক উপহার হিসেবে সিটি

		কর্পোরেশন পেয়েছে। তিনি আরও বলেন যে, আমরা জানতে পেরেছি কাতারের মহামহিম আমীর খুব শীঘ্রই বাংলাদেশ সফরে আসবেন বিধায় কাতারের সাথে বাংলাদেশের বন্ধুত্বপূর্ন সম্পর্কের ধারাবাহিকতায় 'ইসবি চত্বর থেকে কালসী মোড় পর্যন্ত সড়ক' এবং 'কালসী বালুর মাঠ' কাতারের মহামহিম আমীরের নামে নামকরণ করা যেতে পারে। এবিষয়ে প্রধান নগর পরিকল্পনাবিদ জানান যে, সড়ক, ভবন ও স্থাপনা নামকরণ উপ কমিটির গত ০৩/০৪/২০২৪ তারিখের সভায় প্রস্তাবটি অনুমোদনের জন্য পেশ করা হয়েছে।
সিদ্ধান্ত	:	১৪.১) 'ইসিবি চত্বর থেকে কালসী মোড় পর্যন্ত সড়ক' এবং 'কালসী বালুর মাঠ' কাতারের মহামহিম আমীরের নামে নামকরণের নিম্নোক্ত প্রস্তাব সর্বসম্মতিক্রমে অনুমোদন করা হয়।

ক্রম	বিদ্যমান নাম ও অবস্থান	প্রস্তাবিত নতুন নাম
(১)	'ইসিবি চত্বর থেকে কালসী মোড় পর্যন্ত সড়ক' অঞ্চল-২, ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন	শেখ তামিম বিন হামাদ আল-থানি সড়ক (Sheikh Tamim Bin Hamad Al-Thani Road)
(২)	'কালসি বালুর মাঠ' অঞ্চল-২, ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন	শেখ তামিম বিন হামাদ আল-থানি পার্ক (Sheikh Tamim Bin Hamad Al-Thani Park)

		১৪.২) এবিষয়ে স্থানীয় সরকার বিভাগে পত্র প্রেরণসহ দ্রুত প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করার জন্য নির্দেশনা প্রদানের বিষয়টি সর্বসম্মতিক্রমে অনুমোদিত হয়।
বাস্তবায়ন	:	প্রধান নগর পরিকল্পনাবিদ, ডিএনসিসি।

আলোচ্যসূচি-১৬: **বিবিধ।**

বিবিধ আলোচনায় অংশগ্রহণ করে জনাব মোঃ ইসমাইল মোল্লা, সম্মানিত কাউন্সিলর, ওয়ার্ড নং-১৩, প্রতিদিন জন্ম নিবন্ধন কাজে সহায়তা দিয়ে যাচ্ছেন। বর্তমানে জন্ম নিবন্ধনের সংশোধনের জন্য জনগণকে আবারো জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে যেতে হচ্ছে। এছাড়া বৃষ্টির পানিতে সড়ক বাতি নষ্ট হয়ে যায় মর্মে উল্লেখ করেন। বাতি নষ্ট হবার পর যাতে দ্রুত সময়ে মেরামত করা হয় তার জন্য তিনি অনুরোধ করেন। বর্জ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগের অধীন সকল পরিচ্ছন্ন পরিদর্শকদের নিয়মিত প্রশিক্ষনের ব্যবস্থা করার জন্য তিনি প্রস্তাব করেন, যাতে তারা কর্মক্ষেত্রে আরো দক্ষ হতে পারে। তিনি আরো জানান, বৃষ্টি পরবর্তি সময়ে রাস্তা ঢালাই করলে রাস্তা অধিক টেকসই হয়। বিষয়টি এলাকাবাসীকে বোঝাতে হবে মর্মে তিনি অবহিত করেন।

জনাব মোঃ ফোরকান হোসেন, সম্মানিত কাউন্সিলর, ওয়ার্ড নং-২৮ বলেন, সাধারন ও সংরক্ষিত কাউন্সিলরদের কাজ আলাদা। আইন অনুযায়ী তাদের কাজ নির্দিষ্ট করা রয়েছে। সিটি কর্পোরেশনের আইন মেনে যার যার নির্দিষ্ট কাজ করার আহ্বান জানান, অন্যথায় প্রশাসনিক জটিলতার উদ্ভব হতে পারে বলে মত ব্যক্ত করেন।

জনাব মোঃ আনিছুর রহমান নাঈম, সম্মানিত কাউন্সিলর, ওয়ার্ড নং-৪৯ বলেন, সেনাবাহিনী আমার ওয়ার্ডের চলমান উন্নয়ন কাজ অসমাপ্ত রেখেছে। সেগুলো সেনাবাহিনী কত দিনে শেষ করবে তা জানতে চান।

জনাব মোঃ ইসহাক মিয়া, সম্মানিত কাউন্সিলর, ওয়ার্ড নং-১৭ বলেন, গত বছরের রমজান মাসে ইদ প্যান্ডেল ভাড়া হিসেবে বরাদ্দকৃত অর্থ হিসাব শাখা থেকে আজ পর্যন্ত তিনি পাননি। হিসাব শাখা হতে নথি পত্র হারিয়ে যায় মর্মে অভিযোগ করেন এবং তাদের কার্যক্রম আরোও গতিশীল করার তাগিদ দেন। আসন্ন ঈদের ইমাম ও মোয়াজ্জিন সাহেবদের জন্য যে অনুদান বরাদ্দ করা হয়েছে তা দ্রুত সময়ে প্রদান করার জন্য অনুরোধ জানান।

জনাব ফরিদুর রহমান খান, সম্মানিত কাউন্সিলর, ওয়ার্ড নং-২৭ বলেন, বৈদ্যুৎতিক লাইট ঝড়ো বাতাস হলেই বন্ধ হয়ে যায়। সামনের ঈদে অনেক মানুষ গ্রামে চলে যাবে। পর্যাপ্ত লাইট না থাকলে এলাকা অন্ধকারে নিমজ্জিত হবে এবং চুরি ডাকাতি বেড়ে যাবে বলে আশংকা প্রকাশ করেন। তিনি আরও জানান, তাঁর নির্বাচিত এলাকায় ২৫০ জন সংসদ সদস্য বসবাস করেন। তাই বৈদ্যুৎতিক বাতির সমস্যা দ্রুত সমাধান করতে হবে।

জনাব মোঃ তাইজুল ইসলাম চৌধুরী (বাপ্পি), সম্মানিত কাউন্সিলর, ওয়ার্ড নং-৬ বলেন, তাঁর নির্বাচিত এলাকায় আগুন লেগেছিলো। আগুনে ক্ষতিগ্রস্থ পরিবারকে ৫,০০০/- টাকা সহায়তা দেয়ার কথা ছিল। তবে হিসাব বিভাগ হতে সেই অর্থ এখনো পান নাই। পাশাপাশি তিনি রুপনগর খাল উদ্ধার এবং খাল দিয়ে নৌকা চলাচলের ব্যবস্থা করার বিষয়ে সভাকে জানান।

জনাব মোঃ জামাল মোস্তফা, সম্মানিত কাউন্সিলর, ওয়ার্ড নং-৪ বলেন, আগামী ১ বছরের মধ্যে সিটি কর্পোরেশন নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। সেকারণে অর্থ কমিটির সুপারিশের ভিত্তিতে জুন/২০২৪ মাসের পরের টাকা আগেই খরচ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা যেতে পারে মর্মে তিনি প্রস্তাব করেন। তিনি আরও জানান যে, এর ফলে উন্নয়ন কাজ জনসাধারণের নিকট দৃশ্যমান হবে। তিনি উক্ত অর্থের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় কাজ কাউন্সিলরদের মনোনীত ঠিকাদারদের মাধ্যমে করানোর প্রস্তাব করেন। ফলশ্রুতিতে ঠিকাদারদের চাপ প্রয়োগ করে কাউন্সিলররা দ্রুত কাজ সম্পন্ন করাতে পারবেন। এছাড়া সকল পরিচ্ছন্নতা কর্মীদের সুরক্ষা সামগ্রী (গ্লাভস, বুটস, মাস্ক ও অন্যান্য) সরবরাহে করার জন্য অনুরোধ করেন। তিনি আরও বলেন, ঈদ পরবর্তি সময়ে মাননীয় সংসদ সদস্যদের নিয়ে প্রতি ওয়ার্ডে কাউন্সিলদের তত্ত্বাবধানে একটি করে ঈদ পুনর্মিলনী অনুষ্ঠান আয়োজন করা যেতে পারে।

জনাব ফরিদুর রহমান খান, সম্মানিত কাউন্সিলর, ওয়ার্ড নং-২৭ বলেন, কাউন্সিলরদের মনোনীত ঠিকাদারদের দ্বারা কাজ করলে সুবিধা হবে। অন্য ঠিকাদাররা কাউন্সিলরদের কথা যথাযথ মূল্যায়ন করে না। ফলে কাজ সম্পন্ন হতে দেরি হয়।

জনাব শাহিন আক্তার সাথী, সম্মানিত সংরক্ষিত আসনের কাউন্সিলর, ওয়ার্ড নং-১১ বলেন, সংরক্ষিত কাউন্সিলরদের মশার ঔষধ ও মশা নিধনের ব্যবহৃত যন্ত্রপাতি, ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম রাখার জন্য গুদাম ভাড়া দিতে হবে।

জনাব জয়নাল আবেদীন, সম্মানিত কাউন্সিলর, ওয়ার্ড নং-৫৪ বলেন, আমাদের সিটি কর্পোরেশনের ৫৪ টি ওয়ার্ড রয়েছে। তবে আমাদেরকে নতুন ওয়ার্ড হিসেবে ডাকা হয়। সিটি কর্পোরেশনের সাথে যুক্ত হওয়া ১৮টি ওয়ার্ডকে নতুন ওয়ার্ড বলে না ডাকার জন্য সভায় দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। তিনি আরও বলেন, তাঁর ওয়ার্ড এর জন্য ৪৫০ টি লাইট বরাদ্দ ছিলো কিন্তু ১ টি বাতিও জ্বলে না। তাঁরা এলাকায় চলাচলের জন্য ১টি প্রধান রাস্তা রয়েছে যা রাত ১১.০০ টার পর কল্যাণ সোসাইটি বন্ধ করে দেয়। তাঁর এলাকার বাসিন্দাদের চলাচলে সমস্যা হয়। এছাড়া উত্তরায় বিভিন্ন কল্যাণ সমিতিগুলো রাত ১১.০০ টার পর রাস্তা বন্ধ করে দেয়। এই সমস্যা সমধানের জন্য সভার দৃষ্টি আকর্ষণ করনে।

জনাব আসিফ আহমেদ, সম্মানিত কাউন্সিলর, ওয়ার্ড নং-৩৩ বলেন, তাঁর এলাকায় পর্যাপ্ত সড়ক বাতি নাই। এতে বেরিবাধ এরিয়াসহ আশেপাশের এলাকায় রাতের অন্ধকারে কিশোর গ্যাংয়ের উৎপাত বেড়ে গিয়েছে। সড়ক বাতির সমস্যা নিয়ে স্থায়ী কমিটিকে সভা করার জন্য অনুরোধ জানান।

জনাব মোঃ জাকির হোসেন, সম্মানিত কাউন্সিলর, ওয়ার্ড নং-১৮ বলেন, তিনি লাইফ সার্পোর্টে ছিলেন ১৫ দিন, অসুস্থতার সময় সিটি কর্পোরেশনের সম্মানিত কাউন্সিলর, কর্মকর্তা কর্মচারী সকলেই দোয়া করেছেন। এজন্য সকলের কাছে তিনি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন।

জনাব দেওয়ান আবদুল মান্নান, সম্মানিত কাউন্সিলর, ওয়ার্ড নং-১১ বলেন, তার এলাকায় উন্নয়ন কাজ চলমান রয়েছে, উক্ত কাজের টেন্ডার হয়েছে কিন্তু কাজ শুরু হচ্ছে না। সিটি কর্পোরেশনের আউটসোর্সিং এর মাধ্যমে বিভিন্ন কাজের জন্য কর্মী নিয়োগ দেয়া হয়েছে। এর মধ্যে যমুনা স্টার সেভ গার্ড তার কর্মীদের ১৭,৬০০/- টাকা এবং মাল্টি ইন্টারন্যাশনাল তার কর্মীদের ১০,০০০/- টাকা প্রদান করছে; এই বৈষম্য দূর করতে হবে।

জনাব হাছিনা বারী চৌধুরী, মহান জাতীয় সংসদের সংরক্ষিত আসন-৩১ এর সম্মানিত সংসদ সদস্য বলেন, এ কর্পোরেশন সভায় তাকে আসার সুযোগ করে দেয়ার জন্য মাননীয় মেয়র মহোদয়কে ধন্যবাদ জানান। তিনি সিটি কর্পোরেশনের কাউন্সিলর থাকা অবস্থায় কোন অপ্রত্যাশিত ভুলত্রুটির জন্য সকলের কাছে ক্ষমা চান। এছাড়া তিনি মাননীয় সংসদ সদস্য হওয়ার পিছনে সিটি কর্পোরেশনের অবদানের জন্য সকলের নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন।

জনাব মোঃ জাকির হোসেন, সম্মানিত কাউন্সিলর, ওয়ার্ড নং-১৮ বলেন, তিনি শারীরিক ভাবে অসুস্থ ছিলেন। সিটি কর্পোরেশনের মাননীয় মেয়র মহোদয়, সম্মানিত কাউন্সিলরবৃন্দ এবং সম্মানিত কর্মকর্তা ও কর্মচরীদের দোয়া করার জন্য সকলের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন।

বিস্তারিত আলোচনা শেষে সভায় নিম্নবর্ণিত বিবিধ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়:

ক্রম	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়ন
১৬.১	যে সকল ওয়ার্ডে জন্ম নিবন্ধন কার্যক্রম চলমান রয়েছে সে সকল ওয়ার্ডে জন্ম নিবন্ধন কাজে স্টেশনারি আইটেম বাবদ প্রতিমাসে ২০,০০০/- (বিশ হাজার) টাকা আঞ্চলিক নির্বাহী কর্মকর্তাদের মাধ্যমে ওয়ার্ড কাউন্সিলরদের অনুকূলে প্রদান করা হবে।	সচিব, ডিএনসিসি। আঞ্চলিক নির্বাহী কর্মকর্তা (সকল), ডিএনসিসি। প্রধান হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা, ডিএনসিসি।
১৬.২	ওয়ার্ডের আয়তন ও লোকসংখ্যা অনুপাতে মশক কর্মী নিয়োজিত করতে হবে।	প্রধান স্বাস্থ্য কর্মকর্তা, ডিএনসিসি।
১৬.৩	মশক নিধন কার্যক্রমে স্বচ্ছতা আনয়নের লক্ষ্যে প্রতিটি ওয়ার্ডে ওয়ার্ড কমিটি থাকবে। প্রতিমাসে উক্ত কমিটি এলাকার বিভিন্ন পেশাজীবীদের নিয়ে সভা এর আয়োজন করবে। উক্ত মিটিং এর জন্য আঞ্চলিক নির্বাহী কর্মকর্তাদের মাধ্যমে প্রতিটি ওয়ার্ড কাউন্সিলর ও সংরক্ষিত কাউন্সিলরদের অনুকূলে ২৫,০০০/- (পচিশ হাজার) টাকা বরাদ্দ প্রদান করার সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।	সম্মানিত কাউন্সিলর/সংরক্ষিত কাউন্সিলর (সকল), ডিএনসিসি। আঞ্চলিক নির্বাহী কর্মকর্তা (সকল), ডিএনসিসি। প্রধান হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা, ডিএনসিসি।
১৬.৪	মশক নিধনে সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য প্রতি মাসে র‍্যালি করতে হবে। র‍্যালি করার জন্য আঞ্চলিক নির্বাহী কর্মকর্তাদের মাধ্যমে প্রতিটি ওয়ার্ড কাউন্সিলর ও সংরক্ষিত কাউন্সিলরদের অনুকূলে ২৫,০০০/- (পচিশ হাজার) টাকা বরাদ্দ প্রদান করার সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। ।	সম্মানিত কাউন্সিলর/সংরক্ষিত কাউন্সিলর (সকল), ডিএনসিসি। আঞ্চলিক নির্বাহী কর্মকর্তা (সকল), ডিএনসিসি। প্রধান হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা, ডিএনসিসি।
১৬.৫	প্রতিটি ওয়ার্ড কাউন্সিলর ও সংরক্ষিত কাউন্সিলরদের কার্যালয়ে ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের কোন নাগরিক জনসচেতনতার উদ্দেশ্যে পরিত্যক্ত চিপস এর প্যাকেট, আইস ক্রিম এর কাপ, ডাবের খোসা ও অন্যান্য বর্জ্য উপকরণ জমা দিলে নিম্নরূপ হারে অর্থ উক্ত নাগরিককে প্রদান করা হবে:	সম্মানিত সাধারণ কাউন্সিলর/ সংরক্ষিত কাউন্সিলর (সকল), ডিএনসিসি। প্রধান বর্জ্য ব্যবস্থাপনা কর্মকর্তা, ডিএনসিসি।

<table>
<tr><td></td><td><table><tr><td>উপকরন</td><td>টাকা</td></tr><tr><td>চিপসের প্যাকেট/সমজাতীয় প্যাকেট, (প্রতি পিস)</td><td>১ টাকা</td></tr><tr><td>আইসক্রিম এর কাপ, ডিসপজেবল গ্লাস/কাপ (প্রতি পিস)</td><td>১ টাকা</td></tr><tr><td>ডাবের খোসা (প্রতি পিস)</td><td>২ টাকা</td></tr><tr><td>কন্ডেন্সড মিল্ক এর কৌটা (প্রতি পিস)</td><td>২ টাকা</td></tr><tr><td>মাটি/প্লাস্টিক/সিরামিক/মেলামাইন এর পাত্র (প্রতি পিস)</td><td>৩ টাকা</td></tr><tr><td>অন্যান্য পরিত্যক্ত প্লাস্টিকের দ্রব্যাদি (প্রতি কেজি)</td><td>১০ টাকা</td></tr><tr><td>পরিত্যক্ত টায়ার (প্রতি পিস)</td><td>৫০ টাকা</td></tr><tr><td>অব্যবহৃত পলিথিন (প্রতি কেজি)</td><td>১০ টাকা</td></tr><tr><td>পরিত্যক্ত স্যানিটারী ওয়্যার (কমোড) (প্রতি পিস)</td><td>১০০ টাকা</td></tr></table></td><td>আঞ্চলিক নির্বাহী কর্মকর্তা (সকল), ডিএনসিসি।</td></tr>
<tr><td>১৬.৬</td><td>অঞ্চলে অতি দ্রুত জলাশয়/ডোবা কচুরিপানামুক্ত করে পরিষ্কার করতে হবে। কচুরিপানা পানি থেকে তুলে অপসারণ করতে হবে।</td><td>সম্মানিত কাউন্সিলর/সংরক্ষিত কাউন্সিলর (সকল), ডিএনসিসি।
প্রধান স্বাস্থ্য কর্মকর্তা, ডিএনসিসি।
প্রধান বর্জ্য ব্যবস্থাপনা কর্মকর্তা, ডিএনসিসি।
আঞ্চলিক নির্বাহী কর্মকর্তা, ডিএনসিসি।</td></tr>
<tr><td>১৬.৭</td><td>সকল সম্মানিত কাউন্সিলর ও সংরক্ষিত কাউন্সিলরদের নামে সংশ্লিষ্ট ওয়ার্ডের একটি করে রাস্তার নামকরনের জন্য প্রস্তাব অঞ্চল হতে প্রেরণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।</td><td>সম্মানিত কাউন্সিলর/সংরক্ষিত কাউন্সিলর (সকল), ডিএনসিসি।
প্রধান নগর পরিকল্পনাবিদ, ডিএনসিসি।</td></tr>
<tr><td>১৬.৮</td><td>মশক নিধনের জন্য সংরক্ষিত কাউন্সিলরগন তাদের যন্ত্রপাতি সাধারন কাউন্সিলরদের অফিসে সংরক্ষণ করবেন।</td><td>সম্মানিত কাউন্সিলর/সংরক্ষিত কাউন্সিলর (সকল), ডিএনসিসি।
প্রধান স্বাস্থ্য কর্মকর্তা, ডিএনসিসি।</td></tr>
<tr><td>১৬.৯</td><td>ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনে বসবাসরত নাগরিকদের জন্ম নিবন্ধনের ফি এর আয় রেজিস্ট্রার জেনারেলের তহবিল হতে ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের তহবিলে আনায়নের জন্য পত্র যোগাযোগ করতে হবে।</td><td>প্রধান স্বাস্থ্য কর্মকর্তা, ডিএনসিসি।</td></tr>
<tr><td>১৬.১০</td><td>ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন এলাকার ৮ জন সংসদ সদস্যদের নিয়ে নিজ নিজ এলাকায় উন্নয়ন ভাবনা বিষয়ে মতবিনিময় সভার আয়োজন করতে হবে। পবিত্র ঈদ উল ফিতরের পরপরই এই অনুষ্ঠান আয়োজন করা হবে।</td><td>সম্মানিত কাউন্সিলর ও সংরক্ষিত কাউন্সিলর (সকল), ডিএনসিসি।
আঞ্চলিক নির্বাহী কর্মকর্তা (সকল), ডিএনসিসি।</td></tr>
<tr><td>১৬.১১</td><td>হাইক্কার খাল হতে অবৈধ দখল উচ্ছেদ করে নৌকা চলাচলের ব্যবস্থা করতে হবে।</td><td>প্রধান সম্পত্তি কর্মকর্তা, ডিএনসিসি।
প্রধান প্রকৌশলী, ডিএনসিসি।</td></tr>
<tr><td>১৬.১২</td><td>ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের অধীন সকল খাস জমি সিটি কর্পোরেশনের অনুকূলে হস্তান্তরের জন্য ভূমি মন্ত্রণালয় এবং স্থানীয়</td><td>প্রধান সম্পত্তি কর্মকর্তা, ডিএনসিসি।</td></tr>
</table>

	সরকার বিভাগে পত্র প্রেরণ করতে হবে।	
১৬.১৩	ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের যেসকল রাস্তায় বিভিন্ন কল্যাণ সমিতি গেট স্থাপন করেছে সেগুলো উচ্ছেদ করতে হবে।	প্রধান সম্পত্তি কর্মকর্তা, ডিএনসিসি।
১৬.১৪	প্রতিটি ওয়ার্ডের সড়ক বাতির মূল্যায়ন প্রতিবেদন দাখিল করতে হবে।	কাউন্সিলর (সকল), ডিএনসিসি। আঞ্চলিক নির্বাহী কর্মকর্তা (সকল), ডিএনসিসি। তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (বিদ্যুৎ), ডিএনসিসি।

আর কোন আলোচনা না থাকায় উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

16.4.24

মোঃ আতিকুল ইসলাম
মেয়র
ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন
ও
সভাপতি
কর্পোরেশন সভা

নম্বর- ৪৬.১০.০০০০.০০৬.০৬.২৬৩.২০-২৬৭

তারিখ: ০৬ বৈশাখ ১৪৩১ / ১৬ এপ্রিল ২০২৪

সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুলিপি প্রেরণ করা হলো (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়):

১. প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন।
২. মাননীয় মন্ত্রীর একান্ত সচিব, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা। মন্ত্রী মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য।
৩. সম্মানিত কাউন্সিলর, সাধারণ ওয়ার্ড নং ..../সংরক্ষিত আসন নং ...., ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন।
৪. বিভাগীয় প্রধান, ... বিভাগ (সকল), ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন।
৫. আঞ্চলিক নির্বাহী কর্মকর্তা , ----- অঞ্চল (সকল), ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন।

গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন আগামী ১৫ (পনের) কর্মদিবসের মধ্যে সচিব দপ্তরে দাখিল করার জন্য অনুরোধ করা হলো।

৬. মেয়র মহোদয়ের একান্ত সচিব। মেয়র মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য।
৭. সচিবের একান্ত সচিব, স্থানীয় সরকার বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা। সচিব মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য।
৮. তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, ... (সকল), ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন।
৯. প্রকল্প পরিচালক, ... (সকল), ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন।
১০. সিস্টেম এনালিস্ট, ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন। ডিএনসিসি'র ওয়েবসাইটে প্রকাশের জন্য অনুরোধ করা হলো।
১১. নির্বাহী প্রকৌশলী, ... (সকল), ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন।

১২. কর কর্মকর্তা, ... (সকল), ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন।
১৩. সহকারী স্বাস্থ্য কর্মকর্তা ..... (সকল), ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন।
১৪. সহকারী প্রধান বর্জ্য ব্যবস্থাপনা কর্মকর্তা, ... (সকল), ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন।
১৫. সহকারী সচিব, সংস্থাপন শাখা-১, ২, সাধারণ প্রশাসন শাখা ও প্রশিক্ষণ কোষ, ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন।
১৬. অফিস কপি।

১৬/০৪/২৪

মোহাম্মদ মাসুদ আলম ছিদ্দিক
সচিব (যুগ্মসচিব)
ফোনঃ ৮৮৩৪৯৩০
secretary@dncc.gov.bd